স্বাধীনতা না অধীনতা?
-বিপ্লব

গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনস ভূঅধীশ্বর আলেকজান্ডারকে তিরস্কার করেছিলেন- *তুমি আমার ভৃত্যেরও ভৃত্য!*

গোটা বিশ্বই যার অধীন, তিনিও স্বাধীন নন। জন্ম মৃত্যু এবং সন্তান জন্মদানের এই অনন্তচক্রের পরাধীন সবাই। আরো খোলসা করে বললে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু জৈবিক বা নিজেদের জেনেটিক কোডকে বাঁচিয়ে রাখা, আমরা সবাই আমাদের জৈবিক উদ্দেশ্যের ভৃত্য-জেনেটিক কোডে আজ্ঞাবহনকারি অস্তিত্ব মাত্র! হিন্দু এবং বৌদ্ধদর্শন এই জৈবিক উদ্দেশ্য থেকে মুক্তি খোঁজে এবং সংক্ষেপে সেটাই প্রাচ্য দর্শন। কিন্ত সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে অধিকাংশ জীবনই এই জৈবিক বৃত্তের অধীন। বিবর্তনের পথে বৃত্তের সংজ্ঞায় এসেছে ঐশ্বরিক ধারণা, নানা নামে-হিন্দু, ইসলাম, খ্রীষ্টান। সংক্ষেপে ধর্ম-যা আমাদের জীবন যাত্রাকে একটা বৃত্তের মধ্যে ধরে রাখতে চাই।

আমাদের সমস্ত সত্ত্বাই অক্টোপাশে বন্দি। তাহলে স্বাধীনতা কি? কোন অলীক শব্দ না এর সত্যিই কোন অস্তিত্ব আছে?

জেনেটিক কোড না হয় আমরা রেপ্লিকেট করলাম। মানে ছেলেমেয়েদের জন্ম দিলাম-কিন্ত এরা বাঁচবে কি ভাবে? যদি সাপোর্ট সিস্টেম না থাকে? সুতরাং জৈবিক জগতে প্রয়োজন থেকে প্রাণীরা দল বাঁধে। এই দল বাঁধার প্রক্রিয়াটা খুব মজার-গনিতের পরিভাষায় বলে সেলফ ওর্গানাইজিং সিস্টেম। একটা ক্যাওস বা বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় আসার পদ্ধতি। এটা ধারাবাহিক পদ্ধতি। বস্তুত মানব সভ্যতার ইতিহাসকেই এই সেলফ অর্গানাইজেশন পদ্ধতিতে দেখা যায়।

তাহলে রাষ্ট্রের গঠন হয় কখন?

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, যেভাবে প্রকৃতিতে কৃস্টাল বেড়ে ওঠে। একটা ছোট কৃস্টাল ঘিরে বড় কৃস্টাল তৈরী হয়-কিন্ত এই ক্ষেত্রে ওই যে মূল ক্রিস্টাল, যাকে ঘিরে বড় কৃস্টাল তৈরী হচ্ছে, সেটার একটা নুন্যতম ওজন থাকা উচিত। অর্থাৎ আজ আমি একটা সংবিধান লিখে বললাম ওহে তোমরা সবাই এটা ফলো করো-আমরা একটা রাষ্ট্র তৈরী করি, সেটা সম্ভব নয়। কিন্ত পঞ্চাশকোটি লোক মিলে যদি ঠিক করে তারা আরেকটি রাষ্ট্র তৈরী করবে, তাদের ধারে কাছে যারা আছে, ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে সেই রাষ্ট্রে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রকে বাড়াতে থাকবে। যেটা এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানের গঠনে দেখছি। ভারত রাষ্ট্রের গঠনেও একই ঘটনা আরো ভালো ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

যেমন ধরুন সার্বিয়া, ক্রোরেশিয়া আর আলবেনিয়া মিলে কেন যুগোশ্লাভিয়া ধরে রাখতে পাড়লো না? মাত্র তিনটে জাতিকে ওখানে মেলানো গেলো না, আর ভারতে আমরা চল্লিশ-বিয়াল্লিশটা জাতি মিলে একসাথে আছি? এর কারণ কি?

উত্তর মিলবে এই সেলফ অর্গানাইজড ক্রিটিক্যালিটিতে। ভারতে কোন একটা জাতি অন্যর ওপর পোদ্দারী মারতে পারে না-কারণ কারুরই সেই ক্রিটিক্যাল মাস বা নুন্যতম ওজন নেই। হিন্দিভাষীরা চেস্টা করেছে, কিন্ত সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের নেই। কিন্ত ভারতীয় সত্ত্বায় বিশ্বাস করে সবাই-সেটাই ক্রিটিক্যাল মাস হিসাব কাজ করেছে। তাই ভারত রাষ্ট্র তৈরী হয়েছে 'বিভেদের মাঝে ভারতীয় সত্ত্বার

ঐক্যের' ধারণায়-যে ধারণায় বিশ্বাস করে আসমুদ্র হিমাচল। বৃটিশদের ধন্যবাদ দিতেই হচ্ছে-কারণ এই ভারতীয় জাতিয়তাবাদের সূত্রপাত বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই।

অন্যদিকে যুগোশ্লাভিয়ায় সার্বিয়ার এই ক্রিটিক্যাল মাস ছিলো, তাই তারা বাকী দুই জাতির ওপর অত্যাচার এবং শোষন শুরু করে যুগোশ্লাভিয়া গঠন করে। যার পরিসমাপ্তি গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তিনটে রাষ্ট্রের গঠন হয়ে। এটাকে তাহলে কি বলবেন? রাষ্ট্র ভাঙে কেন? কেন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়? কৃস্টালের মতন হতে থাকলেতো রাষ্ট্র বাড়তেই থাকবে?

উত্তরটা মজার। রাষ্ট্র যত বাড়ে, বিশৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পায়। তখন যদি সেই ক্রিটিক্যাল মাসের আকর্ষন শক্তি সমান ভাবে না বাড়ে, রাষ্ট্র ভেঙে যায়। ভারত কি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে? গত ষাট বছরে ভারতীয়ত্বের আবেদন বেড়েছে, কমে নি। এর কারণ মিডিয়া-ব্যবসার কারণে একে অন্যের ওপর আরো বেশী নির্ভরশীল হওয়া। ভারত মানে এখন এক বিলিয়ান লোকের মার্কেট। পশ্চিমবঙ্গের স্টিলের যেমন দরকার মহারাস্ট্রের মার্কেট, তেমন মহারাস্ট্রের স্কুটারের দরকার পশ্চিমবঙ্গের মার্কেট। পশ্চিমবঙ্গে চাকরীর খরার দিনে বাঙালী ছেলেদের সন্মানের সাথে চাকরি দিয়েছে ভারতের বাকী রাষ্ট্র। সুতরাং গত ষাট বছরে ভারত আরো শক্তিশালী হয়েছে পুঁজিবাদের উত্থানের সাথে সাথে-মিডিয়া বিস্ফোরনের হাত ধরে।

অনেকের ধারণা সাথে সাথে ভারতের পেশী আস্ফালনও বেড়েছে-নিজের নাগরিক এবং প্রতিবেশীদের প্রতি। সেলফ অর্গানাইজেশনের দৃস্টিতে এমনটা হওয়া বিবর্তনের বিধি। রাস্ট্রবিজ্ঞানী ওয়েবারের '*politics as vocation'* মানলে এমনটাই হওয়া উচিত। রাস্ট্র নাগরিকদের মনে 'ল এন্ড ওর্ডারের' ভয় দেখিয়েই টিকে থাকে। আমেরিকা সফল রাস্ট্র, কারণ এখানে পোলিসিং সিস্টেম খুব ভালো-ভারতের মতন কোরাপ্ট নয়। রাষ্ট্র যত বড় হবে, তার পোলিসিং সিস্টেম বা বাহুবল নাগরিকদের মধ্যে একটা সিস্টেমের জন্ম না দিলে, সেই রাষ্ট্র ক্রমশ একটা আনস্টেবল বা অস্থির অবস্থার মধ্যে চলে যাবে।

মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র আর সমাজ এক নয়। থমাস পাইন এই জন্যেই বলেছিলেন সমাজ সৃস্টি হয়েছে আমাদের প্রয়োজন মেটাতে, আর রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে আমাদের দুর্বলতা ঢাকতে! সমাজ আমাদের সুখী করে, আর রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো দেখা আমরা অন্যদের কাছে থেকে দুঃখ না পায় (Society is produced by our wants, and government by our wickedness; the former promotes our happiness positively by uniting our affections, the latter negatively by restraining our vices.)

সুতরাং ভারতীয় সমাজ এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের কাছে আমাদের প্রত্যাশা সমান হওয়া উচিত নয়। ভারত রাষ্ট্রের কাজ ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, শত্রুর সন্ত্রাসবাদ থেকে আমাদের নিরাপদ রাখা। অন্যদিকে ভারতীয় সমাজের কাছে আমাদের প্রত্যাশা জাতি-ধর্ম-লিঙ্গের মধ্যে বৈষম্য দূর করা। রাষ্ট্র সমাজকে সাহায্য করতে পারে, কিন্ত সমাজের কাজ করে দিতে পারে না।

স্বাধীনতার পর বামপন্থিরা বলতেন স্বাধীনতা ঝুটা হ্যায়। কারণ খালি পেটে ন্যাংটো চাষি রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে কি করবে? কি মুল্য আছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার যদি নাগরিকদের মধ্যে থাকে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য? উনারা বলেন সাম্য ছারা স্বাধীনতা সোনার পাথর বাটি। এই ধারণার নাম

‘Positive Liberty'। জন্মদাতা জন স্টুয়ার্ট মিল। ধাত্রী আইস্যাক বার্লিন। মার্ক্স, এঙ্গোলস সাম্যের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সমর্থন করতেন। সেটাই চূড়ান্ত নৃশংস রূপ পেলো লেলিন-স্ট্যালিন এবং মাওয়ের জমানায়।

বার্লিনের বক্তব্য ছিলো, মানুষের বস্তুবাদি অস্তিত্বে এমন কিছু সে কি করে যেটাতে অন্যর সাহায্য লাগে না বা অন্যর জন্য সে করে না? আরো সোজা করলে বললে সমাজ ব্যতীত মানুষের পৃথক কোন অস্তিত্বের ধারণা করা যায় কি? যে চাষি, যে বিজ্ঞানী, সেতো সমাজের জন্যই! চাকুরিজীবি আমি, গৃহস্বামী আমি,পিতা আমি, পুত্র আমি, আমার সমস্ত খন্ডিত অস্তিত্ব অন্য কাওকে ছাড়া ভাবা যায়? আমার পিতা ছারা, পুত্র হিসাবে আমার কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে?

তাহলে সমাজকে বাদ দিয়ে কোন ’আমি’র স্বাধীনতার কথা বলে ঘোলা জলে মাছ ধরছি? সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বৈষম্য দূর না হলে, সমাজতান্ত্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠা না হলে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন শব্দ।

“What is the area within which the subject - a person or group of persons - is or should be left to do or be what he is able to do or be, without interference by other persons?”, whereas we use the positive concept in attempting to answer the question “What, or who, is the source of control or interference that can determine someone to do, or be, this rather than that?” (*Two concept of liberty by Berli*n,1969, pp. 121-22).

এই ধরনের চিন্তাধারার চূড়ান্ত সমালোচনা করেছেন হবস এবং লকে। এদের বক্তব্য হলো একজন কি করতে পারছে বনাম রাষ্ট্র কি করতে দিচ্ছে তার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হেলভেতাস বলছেন "The free man is the man who is not in irons, nor imprisoned in a gaol, nor terrorized like a slave by the fear of punishment... it is not lack of freedom not to fly like an eagle or swim like a whale." অর্থাৎ পুঁজিবাদি রাষ্ট্রে স্বাধীন ব্যক্তি সেই যাকে বিনা কারণে, বিনা বিচারে জেলে পোরা যাবে না, বা রাষ্ট্রের ভয়ে সে ভৃত্যের মতন জীবন নির্বাহ করবে না। এই ধারণাকে বলে নেগেটিভ লিবার্টি-অর্থাৎ আমার স্বাধীন জীবনের ওপর রাষ্ট্র নাক গলাবে **না।**

১৯৫৮ সালে আইজ্যাক বার্লিন পজিটিভ এবং নেগেটিভ লিবার্টির ধারণার জন্মদেন। বার্লিন নিজেই পরবর্ত্তীকালে বামপন্থী পজিটিভ লিবার্যালিজমের সমালোচনা করে স্বীকার করেন এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালাতে পারে। এর কারণ পজিটিভ লিবার্যালিজমের নামে মাও তথা কম্যুনিউস্ট দুনিয়া স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের জন্ম দিয়েছে। ১৯৬৯ সালে বার্লিন স্বীকার করেন পুঁজিবাদি নেগেটিভ লিব্যার্টি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি স্বরূপ।

পরবর্ত্তীকালে জন ক্রিসম্যান দেখান (১৯৯১) পজিটিভ এবং নেগেটিভ লিবার্টি একই সাথে থাকতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্র জনগণের উন্নতির জন্য একটা লিমিট পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা হরন করতে পারে, কিন্ত একটা বৃত্তের মধ্যে নাগরিকদের যথেস্ট স্বাধীনতা দিয়েই এই কাজ করা যায়।

যেমন ধরুন বুশের ফোন ট্যাপিং। স্বাধীনতার আদর্শকে টেকাতে গিয়ে বেচারা বুশ ব্যক্তিস্বাধীনতা হরন করেছিলেন। এটা পজিটিভ লিবার্টির উদাহরন। প্রশ্ন হচ্ছে ফোন ট্যাপিংটা আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার বৃত্তের বাইরে থাকবে না ভেতরে থাকবে? জটিল প্রশ্ন। নিরাপত্তার কথা মাথায় রাখলে, এটাকে ব্যক্তি

স্বাধীনতার বাইরেই রাখা যায়।

গেরালড ম্যাকলামের মতন দার্শনিকরা (১৯৬৭), বার্লিনের স্বাধীনতার এই শ্রেনীবিভাগ মেনে নিতে পারেন নি। এই স্কুলের ধারণা স্বাধীনতার যাবতীয় দার্শনিক সমস্যাকে একটি সরল পদ্ধতিতে ভাঙা যায়। যেমন

পরাধীন বস্তু—-> {স্বাধীনতা বাধাদানকারী শক্তি সমূহ}—>বস্তুর স্বাধীন রূপ

গেরালডের তত্ত্বে বস্তুর স্বাধীনতাপূর্ব অবস্থা এবং স্বাধীন অবস্থার সংজ্ঞাদান খুবই জরুরী।

যেমন পরাধীন ভারত মানে কি? পরাধীন ভারতে ধর্মাচারন, ব্যবসা, ভ্রুমন সবকিছুরই স্বাধীনতা ছিল। শুধু ছিল না স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি এবং আইন প্রনয়নের ক্ষমতা। আবার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা মানে পরাধীন শরীরের অর্থ হলো লোভ-লালসা জর্জরিত এই নশ্বর দেহ। অর্থাৎ স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংজ্ঞায়, যে স্বাধীনতা চাইছে, সে নিজের স্বাধীন সত্ত্বা বলতে কি বোঝে, সেটা বোঝার দরকার আগে।

যাইহোক, ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানেরব বিবর্তন বলছে রাষ্ট্র একদিন বিলুপ্ত হবে-না মার্ক্সীয় তত্ত্ব নয়, যাবতীয় সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বই বলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিবর্তনের চালিকা শক্তির বিরুদ্ধে। পুঁজিবাদের চূড়ান্ত রূপ যেমন রাষ্ট্রবিহীন পৃথিবী, তেমন সমাজতন্ত্রের চুড়ান্তরূপেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই।

অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি নিয়ে যারা জাতীয়তাবাদি চিন্তা করছেন, দেশপ্রেমকে বিবর্তনের শক্তির চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন, তারা কিন্তু সময়ের বিরুদ্ধে হাঁটছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া ৮/১৫/০৬